



কতদিন প্রশিক্ষণ - কোথায়, কারা দেবেন?

প্রশিক্ষণ হবে নির্ধারিত সময়ে জেলা পরিষদ মার্কেট কমপ্লেক্স, বারুইপুর -এ। প্রশিক্ষণ দেবেন জেলার ও জেলার বাইরের অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণ।

ক্লাস ছাড়া আর কি আছে?

নির্ধারিত লক্ষ্য পৌছানোর জন্য নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ (Study Material ) এর ব্যবস্থা রয়েছে।

কিভাবে আবেদন করতে হবে?

ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে রাসমনি বালিকা বিদ্যালয় -এ । মাধ্যমিকের প্রত্যয়িত মার্কশীট, প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র সহ জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা :-

দশম শ্রেণীর মান অনুযায়ী চারটি বিষয়ের উপর পরীক্ষা হবে (সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য)।

- ১) পদার্থবিদ্যা - ১৫ নম্বর (MCQ)
- ২) রসায়ন - ১৫ নম্বর (MCQ)
- ৩) অঙ্ক - ১৫ নম্বর (MCQ)
- ৪) জীববিদ্যা - ১৫ নম্বর (MCQ)

পরীক্ষার মোট সময় ৯০ মিনিট। পরীক্ষার সময় ক্যালকুলেটর ও মোবাইল ফোন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে থাকবে না। লিখিত পরীক্ষার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। (মৌখিক পরীক্ষা ৪০ নম্বরের)

শিক্ষকের মাধ্যম :-

সর্বভারতীয় পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে মাধ্যম হবে ইংরাজী। কিন্তু ছাত্রস্বার্থে প্রথমদিকে বাংলাও ব্যবহৃত হবে।



কেন এই উদ্যোগ ?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ এবং প্রতিযোগিতা মনষ্ক, মানবিকভাবে দায়বদ্ধ করে পরীক্ষায় তাদের সাফল্যের সম্ভবনা বৃদ্ধি করা।

কারা উদ্যোক্তা ?

জেলা প্রশাসন 'লক্ষ্যভেদ' - এর অভিভাবক। লিটার ফাউন্ডেশন এর সংগঠক ও সামাজিক দায়বাহক। এই উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ।

লক্ষ্য কি ?

অবৈতনিক প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় উৎকৃষ্ট ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সার্থকভাবে প্রস্তুত করা।

কারা অংশ নেবেন ?

- \* প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ, বিজ্ঞান বিষয়ে ৭৫ শতাংশ নম্বর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পেতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণীদের জন্য মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ (প্রথম বিভাগ) বিজ্ঞান বিষয়ে ৭০ শতাংশ।
- \* শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।
- \* প্রশিক্ষণের ছাত্র নির্বাচন হবে পরীক্ষার মাধ্যমে :- পরীক্ষার প্রশ্ন জয়েন্টের ধাঁচে (MCQ) দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের উচ্চমানে।